

এক ডজন মননশীল শ্রুতিনাটক ও একাঙ্ক নাটক

পার্থসারথি গায়েন

প্রভা প্রকাশনী

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

১কে, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-১২

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
বিচারের বেড়াজাল	৯
ভারত মাতার দুঃস্বপ্ন	২৭
শ্বেত-শতদল	৩২
বড় কুটুম	৪৫
ফরিয়াদি বিমলা	৫৪
মহাদেবের সহজ পাঠ	৬১
আর্তনাদ	৭০
পথে বিপথে	৭৭
ফালতু পাবলিক	৯৮
রক্ততিলক	১০৭
আনন্দ ধামের ঠিকানা	১১৯
স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন	১৩৭

বিচারের বেড়াজাল

চরিত্র : বক—বিচারক, ছাতারে—পেশকার, ভোঁদড়—আরদালি, চিল—বাদী, ফিঙে—বিবাদী, শালিক—বৌ, প্যাঁচা, ময়না, ছাতারে—সাক্ষী।

[প্রকাণ্ড জলাশয়, চারিদিক গাছ-গাছালিতে ভরা। পাখিদের বিচার সভা। বিচারক বক বাবাজী মাথায় ইয়া বড় টিকি, গম্ভীর মেজাজে বিচারকের আসনে বসে আছেন। কোর্টের আরদালি—ভোঁদড়, পেশকার—ছাতারে, বাদী—চিল, বিবাদী—ফিঙে ও সাক্ষী শালিক, ময়না, চড়াই প্রভৃতি হাজির।]

বক : কঁক—কঁক.....

ছাতারে : যে আইজ্ঞা হুজুর।

বক : আজকে কেসের বিষয় কি?

ছাতারে : আইজ্ঞা হুজুর, চিল চটচটি হুজুরের কাছে স্ত্রীলতাহানী ও শারীরিক নিগ্রহের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে।

বক : এ্যা, স্ত্রীলতাহানি! কেন এই চিল কি মহিলা?

ছাতারে : ছাঃ ছাঃ ছাঃ ছাঃ!

বক : আঃ, তোমার ওই মুদ্রা দোষ আর গেল না। কথার মাঝে হঠাৎ হঠাৎ ছাঃ ছাঃ করে উঠলে কথাটা কি পরিমাণ গুরুত্ব হারায়, জানো তুমি? যন্তো সব ইয়ে.....।
বলি ওই চিল কি মহিলা?

ছাতারে : আজে না হুজুর, এ চিল মহিলা নয়, বিলক্ষণ পুরুষ! সক্ষম পুরুষ! তা—হুজুরের কি ধারণা কেবল মহিলাদেরই স্ত্রীলতাহানি হয়?

বক : কী বলতে চাও তুমি?

ছাতারে : আজে, আমি সামান্য পেশকার। আমার জ্ঞানের দৌড়ও খুব বেশি নয়, কিন্তু হুজুর, কার্য উপলক্ষ্যে লঘুগতি ও সর্বভুক মনুষ্য সমাজে আমার কিঞ্চিৎ পরিমাণ যাতায়াত আছে। সেখানে দেখি প্রকাশ্যে যেমন মহিলার স্ত্রীলতাহানি হয় তেমনি গোপনে বহু পুরুষেরও স্ত্রীলতাহানি হয় ও বহুবিধ শারীরিক নির্যাতনও হয় এবং তা নিবারণ করার জন্য পুরুষেরা মিলে 'পীড়িত পুরুষ পতি পরিষদ' নামে একটি সংগঠনও গঠন করেছে।

বক : এঁা, বলো কিহে? নারীদের অত্যাচারে পুরুষ সংগঠিত! বেড়ে কাজ করেছে। যা দিনকাল পড়েছে পক্ষীকূলেও এমন ভাবনা হয়তো অদূর ভবিষ্যতে ভাবতে হবে। তা সে যাই হোক, এখন কেসের কাগজপত্র আমার টেবিলে দাও ও আরদালিকে বল বাদীকে কোর্টে হাজির করতে।

ছাতারে : ভোঁদড়—ভোঁদড়—এই যে, কোথায় থাকিস? সময় নেই, অসময় নেই, সুড়ৎ করে জলের মধ্যে। আমরা একটু কাজে ফাঁকি দিলে জজ সাহেব রেগে আগুন তেলে বেগুন। কিন্তু তোর বেলা তো সাত খুন মাফ! হবে না কেন! দিন দিন মাছ, ব্যাঙ, সাপ, রঙ বে-রঙের এর উপটোকন! শোন, বাদী চিল চটচটিকে হাজির কর।

ভোঁদড় : ঘোঁৎ ঘোঁৎ—বাদি চিল চটচটি হা—জি.....র।
[চিল এজলাসে হাজির হয়]

ছাতারে : নাম?

চিল : শ্রীযুক্ত চিল চটচটি।

ছাতারে : এঁা, ছিযুক্ত! পরের মেরে ধরে খেয়ে বেশতো গতর খানা বাগিয়েছ বাছাধন, শ্রীযুক্ত নয় শুধু শ্রী। বাপের নাম?

চিল : আজ্ঞে ঈশ্বর ভূড়ো চিল।

ছাতারে : নিবাস?

চিল : মগ ডালে।

ছাতারে : পেশা?

চিল : আজ্ঞে, শিকার।

ছাতারে : এতো রাজপেশা হে, তা বয়েস কত?

চিল : আজ্ঞে, এক হাজার সাতষট্টি দিন।

ছাতারে : হজুরের কাছে তোমার আবেদন পেশ করো।

চিল : আজ্ঞে হজুর, আমি চিল, কারো সাথেও থাকি না পাঁচেও থাকি না। নিজের কাম ধান্দা নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু হজুর, ওই ফিঙের জ্বালায় দেশে বাস করা দায় হয়ে উঠল। এই দেখেন হজুর, আমার ঘাড়ে পিঠে কী সাংঘাতিক ছোবলের দাগ। এই মেডিক্যাল রিপোর্ট। অবস্থা এমন বেগতিক হজুর, ঘরে ঠায় বসে থাকতে হচ্ছে। বাল-বাচ্ছা নিয়ে মরবার জোগাড়। একটা বিহিত না করলে ধনে প্রাণে মারা যাব হজুর।

- বক : কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে তো এস্তার রিপোর্ট-নামে বেনামে। মাস পিটিশনও পড়েছে এবং সে পিটিশনে শুধু উচ্চ বংশজাত পক্ষীকূল নয়, সাপ, ব্যাঙ, ছুঁচো প্রভৃতি আমজীবেরও দস্তখৎ আছে।
- চিল : সব মিছে—এনতার মিছে—বেবাক মিছে হুজুর। একেবারে বকওয়াস। হুজুর, ওপর তলায় যারা থাকে চিরদিন তাদের শত্রু গিজগিজ করে। সারাদিন নিজের শিকার কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকি, অন্যের ব্যাপারে নাক গলানোর সময় কোথায় আমার!
- বক : হ্যাঁ, কিন্তু এমন ও তো হতে পারে যে যেটাকে তুমি নিজের কাজ বলছো (কঁক কঁক) হয়তো সেটাতে অন্যের প্রভূত অনিষ্ট হচ্ছে।
- চিল : হুজুর, আপনি জ্ঞানী, ভুয়োদর্শী, দেশাচার—লোকাচার সবই আপনার নখদর্পণে। আপনাকে বোঝায় কার সাধি! তবু হুজুর একবার ভেবে দেখুন দেখি পৃথিবীতে কি এমন কোন কর্ম আছে যাতে আপনার সুবিধে হয় অথচ অন্য কারো ক্ষতি হয় না?
- বক : (কঁক কঁক) কি রকম, কি রকম?
- চিল : হুজুর, এই যে আমরা উন্নত জাতি পক্ষীকূল ডানা মেলে উড়ি, সেই ডানার ঝাপটে অদৃশ্য কত ছোট ছোট প্রাণী, কীট পতঙ্গ মারা যায়। আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস নিই তাতেও বহু-সংখ্যক, ক্ষুদ্রাতি—ক্ষুদ্র প্রাণ মারা যায়। তাই বলে কি হুজুর আমরা ওড়া, শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া বন্ধ করে দেব?
- বক : (মাথা নেড়ে) কঁক কঁক।
- চিল : আজ্ঞে, হুজুর কি কিছু বললেন?
- বক : না, তুমি বলে যাও।
- চিল : হুজুর, পৃথিবীটা একটা মারণযন্ত্র। একজনকে বাঁচবার জন্যে অন্যের প্রাণ নিতেই হবে—স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। গাভীর স্তনে দুধের জন্যে নিরীহ ঘাসের প্রাণ চাই। আপনার খাদ্য মাছের বৃদ্ধির জন্যে অসহায় শ্যাওলার ধবংস চাই। সমুদ্রের এক পাশে যখন জোয়ার হুজুর, তখন অন্য পাশের তটভূমির তৃষ্ণায় বুক ফাটে।
- বক : (কঁক কঁক) না হে, তোমাকে যেমন বোকা—হাবা, খুনে মস্তান ভেবে ছিলাম—এখন দেখছি তুমি তো তা নও। তোমার জ্ঞানের বহর বেশ গভীর। তা এখন উপায়? ধবংশ ছাড়া বাঁচবার কি আর কোন উপায় নেই?

- চিল : কোন উপায় নেই হুজুর। এখন দেখতে হবে ক্ষুদ্রমনা—
সঞ্চয়মুখো মানুষের মতো আমি জীবন ধারণের প্রয়োজনের
বেশি নিচ্ছি কিনা, অকারণে সঞ্চয় করে প্রাণহানি করছি কিনা!
- বক : বাঃ বাঃ বেশ কথা। তোমার কথা শুনে মনে বড় সন্তোষ হল।
হ্যাঁ শোন, পক্ষীসমাজ খুব উন্নত সমাজ। এখানে কোর্টে
পরনির্ভরশীল মানুষের মত উকিলের প্রয়োজন নেই বটে তবে
সাক্ষী-সাবুদ চাই। সাক্ষী জোগাড় করতে পারবে তো?
- চিল : হুজুরের জ্ঞানের কথা আদা-বাদা, ঘাট-বন, নদ-নদী সর্বত্র বিদিত,
একথা হুজুরের অজানা নয় যে বড় মানুষ, ক্ষমতাবান মানুষ
চিরদিনই একা-নিঃসঙ্গ। দুর্বল চিরদিনই ক্ষমতাবানকে তার দৌর্বল্য
ঢাকবার জন্য অহেতুক ঈর্ষা করে। নিম্নমেধা যুগ-যুগ ধরে উচ্চ
মেধার অকারণ নিন্দা করে আরো অধোগতি হয়েছে।
- বক : তোমার কথার সারবত্তা আছে বুঝতে পারছি। কিন্তু বাপু, কোর্টে
হাকিমের অনুভূতি দিয়ে হুকুম তৈরি হয় না। দলিল দস্তাবেজ,
সাক্ষ্য প্রমাণাদি হাকিমের বোধ মেরে, বুদ্ধি দিয়ে হুকুম তৈরির
ফরমানই আইন সিদ্ধ। এটাই পরম্পরা।
- চিল : বড় বিপদে পড়লাম হুজুর। দেখি খুঁজে পেতে কোন সাক্ষী
জোগাড় করতে পারি কিনা? (প্রস্থান)
- ছাতারে : ছাঃ ছাঃ ছাঃ ছাঃ!
- চিল : আঃ! বিচারের সময় বড় গোলমাল করো। তুমি পেশকার হয়ে
অমন বারে বারে ‘ছাঃ ছাঃ’ করলে বিচার ব্যবস্থার ওপরে আম
জনতার আর আস্থা থাকবে?
- ছাতারে : আঞ্জে, চিল অত বড় একটা পাখি, দিনে দুপুরে প্রকাশ্য পক্ষ্যালয়ে
হেনস্থা হয়েছে অথচ একটাও সাক্ষী জোগাড় করতে পারছে না
তাই.....।
- বক : আহা বেচারি!
- ছাতারে : না হুজুর, এটাই ভবিতব্য।
- বক : তার মানে?
- ছাতারে : হুজুর, সব শক্তিমানই অসময়ে বড় নিঃসঙ্গ ও একাকী।
- বক : ওঃ, তুমি বড় শক্ত শক্ত কথা বলো। প্যাঁচ এবং পেশকার সমর্থক
দেখতে পাচ্ছি। ঠিক কি বলতে চাইছে, বুঝিয়ে বলো দেখি?

- ছাতারে : আসলে হুজুর, 'আনুগত্য' শক্তি এবং স্নেহের বশ। শক্তিমান শক্তির জোরে আনুগত্য আদায় করে, হৃদয়বান হৃদয় দিয়ে বন্ধন ধরে রাখে। 'সম্পর্ক' হুজুর চলাচল বড় ভালবাসে। চলাচল বন্ধ হলে সম্পর্ক এক বিষজলা বন্ধ্য নদী।
- বক : বাঃ, বড় সুন্দর কথা বলেছো তো।
- ছাতারে : হুজুর, শক্তি এবং দত্ত এক অবিচ্ছেদ্য জুটি। শক্তিমানের যখন শক্তি থাকে তার দত্ত তখন তাকে সাধারণের সঙ্গে এক অসীম দূরত্ব তৈরি করে দেয়। সাধারণে তাকে দূর থেকে সমীহ করে বটে কিন্তু 'সম্পর্ক' করতে ভয় পায়। তাই হুজুর শক্তিমানের শক্তি চলে গেলে সে বড় নিঃস্ব। তখন সে একটা সাধারণ জীবনের জন্য অসাধারণ স্বপ্ন দেখে।
- বক : 'সাধারণ জীবনের জন্য অসাধারণ স্বপ্ন' বাঃ বাঃ, বড়ো দামি কথা আচ্ছা, এখন বিবাদী ফিঙেকে ডাকো দেখি।
- ভৌদড় : বিবাদী ফিঙে ফটফটি হা.....জি.....র।
- ফিঙে : হুজুর, দত্তবং।
- ছাতারে : নাম?
- ফিঙে : ফিঙে ফটফটি।
- ছাতারে : নিবাস?
- ফিঙে : ঝোপে-ঝাড়ে।
- ছাতারে : বাপের নাম?
- ফিঙে : বোম্বাই ফিঙে।
- ছাতারে : বোম্বাই ফিঙে! সে আবার কিরকম বাপ হে?
- ফিঙে : আজ্ঞে, মনুষ্য সমাজে বড় কিছু হলে বোম্বাই দিয়ে বলে, যেমন— বোম্বাই আম, বোম্বাই মূর্খ। তা আমাদের বড় বংশ কিনা তাই হুজুর বাপের নাম বোম্বাই ফিঙে।
- ছাতারে : বয়েস?
- ফিঙে : ১০৪৩ দিন।
- বক : চিল তোমার নামে গুরুতর অভিযোগ করেছে শুনেছো?
- ফিঙে : হুজুর, সব বানানো—সাজানো—ঘোরানো—ওলটালে—প্যাচানো—দোমড়ানো—মোচকানো—গুলানো.....
- বক : আরে, থামো দেখি—তোমার 'আনোর' জ্বালায় প্রাণ যায় দেখতে পাচ্ছি। তুমি বলছো সব বানানো, কিন্তু ডাক্তারি রিপোর্ট বলছে আঘাত খুব গুরুতর এবং পুলিশ রেকর্ড বলছে তুমি

- আক্রমণকারি। তোমার বিরুদ্ধে প্রাণনাশের মামলা রুজু হয়েছে, তাতে তোমার যেকোন কঠিন সাজা হতে পারে, তুমি জান?
- ফিঙে : হুজুর, আত্মরক্ষার্থে আক্রমণ কি অপরাধ? আহত হওয়ার আশংকায় আঘাত করা কি দণ্ডনীয়?
- বক : অবশ্যই!
- ফিঙে : তাহলে তো হুজুর ভারতীয় সেনাদের অধিকাংশের ফাঁসি হওয়া উচিত।
- বক : কেন, কেন? ভারতীয় সেনাদের ফাঁসি হবে কেন?
- ফিঙে : হুজুর, জঙ্গী অনুপ্রবেশ রুখতে তারা তো গন্ডায় গন্ডায় জঙ্গী মেরে গুম করে দিচ্ছে, জঙ্গী অনুপ্রবেশ সাহায্যকারী পাকিস্তানের সৈন্যদের মেরে মেরে তত্ত্ব বানিয়ে দিচ্ছে।
- বক : (কঁক কঁক) উঃ! তুমি তো বড় তর্কিক আছো হে। তা চিলের কাছ থেকে তোমার আত্মরক্ষা করতে হচ্ছে কেন?
- ফিঙে : হুজুর, শুধু আমার নয়! চিল গোটা পক্ষীসমাজ, ব্যাঙ, ইঁদুর, প্রভৃতি আম-সমাজের কাছেও ত্রাস। এই নির্মম অত্যাচারী, নৃশংস হত্যাকারী চিলের খুন রাহাজানি বর্বরতায় কত শিশু পিতৃহারা, কত পক্ষী ডিম ও শাবক হারা, পক্ষীসমাজে কত পাখি স্ত্রী অকালে বিধবা হয়ে নিদারুণ একাকিত্ব ভোগ করছে। ঘরে ঘরে মৃত্যুর মিছিল, কান্নার হাহাকার-যন্ত্রণা-আর্তনাদ.....।
- বক : আহা-হা, আর বলোনো, আমি আবার বড় আবেগ প্রবণ! তা হা হে, তুমি যে এতো সব বললে—এসব কথার সাক্ষী-সাবুদ জোগাড় করতে পারবে তো?
- ফিঙে : হুজুর, গোটা পক্ষীসমাজ-শালিক-গো শালিক, প্যাঁচা, টিয়া, ময়না, মায় ব্যাঙ-ইঁদুর পর্যন্ত হাজির করিয়ে দেব হুজুরের এজলাসে।
- বক : তবে তো তোমার কোন ভাবনাই নেই। সাক্ষী-সাবুদ তোমার পক্ষে হলে আইনও তোমার পক্ষে।
- ফিঙে : আজ তাহলে আসি হুজুর।
- বক : ঠিক আছে। [ফিঙের প্রস্থান]
- ছাতারে : ছাঃ ছাঃ ছাঃ ছাঃ।
- বক : আঃ, আবার তোমার কি হল? বেলা শেষে হঠাৎ ছাঃ ছাঃ করে উঠলে?

- ছাতারে : এই ফিঙেটা বড় মুখ ফোড় হুজুর। কী মুরোদ আছে তার ঠিক নেই; বড়ফটাই মেরে বলে তো গেল—হ্যান করেঙ্গে, তেন করেঙ্গে। এখন দেখুন ক'জন সাক্ষী জোগাড় করতে পারে।
- বক : সে সব ভাবনা তোমার ভাবতে হবে না। যার ভাবনা সে ভাবুক। আমরা হলাম নিরপেক্ষ।
- ছাতারে : না হুজুর, আমরা হলাম—সাক্ষী সাপেক্ষে ন্যায়ের পক্ষে।
- বক : ঠিক—ঠিক।

[দ্বিতীয় দৃশ্য]

[একটা ছোট ডোবার ধার, মোকদ্দমার সাক্ষী শালিক, গো-শালিক, পাঁচা, টিয়া, ময়না, ব্যাঙ, ইঁদুর হাজির। বক্তৃতা দিচ্ছে ফিঙে।]

- ফিঙে : ভাই সব, বহু দিন পরে এমন একটা সুযোগ এসেছে, এ সুযোগ হাতছাড়া করলেই সর্বনাশ! আমি আমার নিজের জীবন বিপন্ন করে চিলকে আক্রমণ করেছি। আমি জানি, শক্তি ও সামর্থ্য আমি তার সমতুল্য নয়। হয়তো এই আক্রমণে আমার মৃত্যুও হতে পারতো। কিন্তু আমি মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে দস্যুর মোকাবিলা করেছি। এই হানাদারের অতর্কিত হামলায় আমাদের শালিক বৌদি তার প্রাণপ্রিয় স্বামী হারিয়েছে। ময়না ভাই তার শাবক খুইয়েছে। ঘরে ঘরে শোক, কান্না-আর্তনাদ ওই জল্লাদের অত্যাচারে। আজ আমাদের কাছে চরম সুযোগ এসেছে। শত্রুকে মানসিকভাবে হীনবল করে দিতে হবে। এই মামলায় যদি চিল হেরে যায় তা হলে আর সারা জীবনে সে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। হয়তো দেশান্তরী হয়ে যাবে। আমরা আবার আমাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে সুখে ঘর-সংসার করবো। তাই বন্ধুগণ, আজ সংহতির দিন, একতার দিন। সকলে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ঘরে ঘরে আওয়াজ তোলো—আম-জনতার ঐক্য—জমছে জমবে। আমজনতার ঐক্য [সকলে একসাথে] জমছে জমবে! মাংসলোভী চিল তুমি-হুঁশিয়ার! [সকলে] হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার! সাবধান ভাইসব, মতলববাজ চিল হয়তো আসতে পারে, কিন্তু কোন মতে যেন আমাদের ঐক্য ফাটল না ধরে।

[ফিঙের প্রস্থান]

| চিলের প্রবেশ |

চিল : ওঃ, এখানেই তো সবাই আছ দেখতে পাচ্ছি। তা ভালই হলো। আর সবার ঘরে ঘরে গিয়ে বোঝাতে হবে না। শোন, ফিঙে বাগে পেয়ে আমাকে হেনস্থা করেছে দিনের বেলায় তোমাদের সকলের চোখের সামনে। আমি কোর্টে ফিঙের নামে মামলা করেছি। ফিঙে তোমাদের সাক্ষী মেনেছে। তোমরা যা সচক্ষে দেখেছ শুধু সেইটেই বলবে, ব্যস। আর আমি অন্য কিছু চাই না।

শালিক-বৌ : শুধু সেইটে বলবো, কেন? আর তুমি আমাদের যে সব্বনাশটা করেছে সেটা বাদ যাবে কেন? আমার জলজ্যান্ত সোয়ামীটারে তুমি ঘাড়ের ডুগি ভেঙি মেরি ফেলেচো.....।

চিল : এঁ্যা, মেরি ফেলিচ! তাতে তোর কি ক্ষতিটা হয়েছে শুনি? আবার তো একটা ডবকা মত বর জুটিয়ে নিয়ে সকাল সন্ধ্যা কিচির মিচির করছিস। পাখিদের বিধবা বিয়ে তো সৃষ্টির আদি কাল থেকে চালু। এতো আর ডরপুক মানুষের মত নয় যে, ইচ্ছা আছে অথচ লোকলজ্জার ভয়ে গুমসে থাকা। আর এই দ্যাখ, বেশি টেরি-বেরি করবি তো তোর এই বরটারও নখের ডগা দিয়ে ফালা ফালা করে ফেলবো...।

প্যাঁচা : শালিক-বৌ কি খারাপ কথাটা বলেছে? তুমি তো দিনে দুপুরে খুন জখম করো...।

চিল : [মুখ ভেংচে] ও বাবা, তুমি কে হে! প্যাঁচু! তোমাকে তো আমি বেশ বোঝা সোঝাওয়ালা ভেবেছিলুম! তা তুমিও এই দলে এসে ভিড়েছো? ভাল, ভাল। তা হা হে, বল দেখি, তোমার শালিক বৌ যখন-পোকা-মাকড়-আরশোলা ধরে খায় তখন তাদের ঘরে কারো বাপ, কারো ভাই, কারো মা-বোন মরে তো নাকি? হিসেব করে ভাবো দেখি কোন পশু পাখির খাদ্য তালিকায় প্রাণ নেই? একটা কথা ভাল করে জেনে রাখো, তুমি খেলে অন্যে মরবে, না খেলে তুমি নিজে মরবে।

প্যাঁচা : কেন, যারা শুকো-শাকা, ফলমূল-দানা-চানা খুঁটে খুঁটে খায় তারা তো বেশ আছে! প্রাণ নেয়না, অথচ প্রাণে বাঁচে।

চিল : না, দেখতে পাচ্ছি তুমি একটা আস্ত আকাট। দেখতে যেমন উজবুক, জ্ঞানকাণ্ডও তেমনি। কোন খোঁজ খবরই রাখো না পৃথিবীর। শোন হে, মানুষগুলোর সুখে খেতে খেতে ভুতে কিলিয়েছে, তেনারা নাকি ঘটা করে আবিষ্কার করেছেন—গাছ পালা, মায় জড়েরও প্রাণ আছে।